“মুক্তি দাও হে প্রভু” – জাহিদুল ইসলাম সাদী

তুমি হীনে মুক্তি দেওয়ার
নেইতো কোন মালিক,
তুমি রহমান তুমি রহিম
তুমি দয়াল খালিক।

করোনা নাম তোমার ক্ষোভে
পড়ছে যে সব বংশ ,
মৃত্যু কুলে লুটছে তারা হচ্ছে সবাই ধ্বংস।

নার্স ডাক্তার আর সরকার মিলে দিচ্ছে সেবা কত,
মুক্তি খুবই কমই পাচ্ছে মরছে শত শত।

নিজের জীবন বাজি রেখে ডাক্তার সেবা দিচ্ছে, মরণঘাতী এই করোনা
তাদের প্রাণ ও নিচ্ছে।

তাইতো বলছি খাঁটি দিলে
পাপ করবো না কভু,
মোদের তওবা কবুল করে
মুক্তি দাও হে প্রভু।

শরতের রূপ – মহিউদ্দিন বিন্

জুবায়েদ

আলোকিত ধরা আজ মেঘেদের ছুটি
ফুল ফুটে পাখি গাই চলে লুটোপুটি।

রোদের ছড়াছড়ি নদী তীরে পড়ে
কাঁশফুল তুলে তুলে খুকু মুঠি ভরে।

আকাশে চাঁদ হাসে মিটিমিটি সুরে

আমার টিয়া পাখি – মুহাম্মদ শামসুল আরেফীন

ওরে আমার টিয়া পাখি
রাগ করো না তুমি,
আদর করে কাছে এসে
দিবো তোমায় চুমি।

কথা বলো আমার সনে
যা যা তুমি পারো,
তোমার মনের ইচ্ছা টুকু বলে যেয়ে আরো।

সখের টিয়া রাগ করেছে মনটা করলো কালো,
ওগো পাখি বলো আমায় কেমনে থাকবে ভালো।

টিয়া পাখি হঠাৎ করে
গেলো একদিন মরে,
দিবানিশি থাকতাম পাশে

কষ্ট দিতাম ত্বরে।

ক্ষমা করো ওরে আমায়
দিয়েছি কত ব্যথা ,
মিষ্টি কথা বলতে আমায়
যেমন যথা তথা।

জীবন রংধনু – সৌভিক

জীবনটা পরিচালনা করা খুবই কঠিন
আবেগে নেভে ওঠে নানান স্বপ্ন রঙ্গিন
যেদিকে যাই
সে দিকই আমাকে টানে
রংধনুর ন্যায় সপ্ত পথ।
সপ্ত পথের দিশেহারা হয়ে Ñ
যখন ফিরি বাড়ি
নাইকো আর কিছু করার
সময় যে গেল ফুরি Ñ
হাজার ভেবেও এখন নাহি কোন পথ।
আমি বলিÑ
জীবন নামের এই ছোট ভেলাটিকে
ভাষাইও না বহুদিকে
যেদিকে যাবে , সেদিকই ঘুরে আসো
যা দেখবে তা ভালো করে শিখে নাও
যা পাবে তা নাও ,
অতি লোভে ধরো না সপ্ত পথ
বিপদ আসলে পাবে না কোন রথ
সপ্ত পথকে নাইকো ধরার
কোন দরকার
একটি কাজই ভালোবাস
পাবে সম্মান
মনে রেখো ,
সপ্ত পথের লোভে পড়ে

যদি যাও হারিয়ে
একূল ওকূল সবই যাবে
তোমার থেকে সরে।

আমাদের এঁড়ে গরু – নাসিম আহমেদ

আমাদের এঁড়ে গরু, ভোলা তার নাম
খায় খায় শুধু খায়, খাওয়া তার কাম ।
কাঁচা ঘাস দানা খায়, জল খায় ঢের
শিং দিয়ে গুঁতো মারে, যদি রয় জের ।

ঘরে নেই খড়কুটো, ঘরে নেই চাল
করোনা আসার পরে, বাবা বেশামাল ।
আষাঢ়ের পরে এলো শ্রাবণের ধারা
ভোলাটা কী খাবে ভেবে, মা-ও দিশেহারা !

শ্রাবণে সাঁতার পানি, ঘাস নেই মাঠে
বাবা বলে বেঁচে দাও, কোরবানির হাঁটে । ফ্যলফ্যল চেয়ে থাকে আমাদের ভোলা
কেন জানি কেঁদে কেঁদে, দু’টি চোখ ফোলা !

আমাদের এঁড়ে গরু, ভোলা তার নাম
দালালেরা নিয়ে যায়, করে দর-দাম !
ভোলা যায় হেঁটে হেঁটে, পিছু ফিরে চাই
সেদিনের কথা মনে দাগ কেটে যাই !

পড়ে থাকবে কবিতারা – মোঃ

আজিজুর রহমান

একদিন আমি থাকবো না এই ধরায়
এঘর ওঘর কোথাও আমায় পাবেনা।
পাখি গান গাইবে ঠিকই
রাত দিন ঘুরবে ঠিকই ,
চাঁদ তারা থাকবে জানি
কিন্তু , আমার দেখা পাবেনা।

থাকবে শুধু আমার লেখা
কালো কালির অক্ষরেরা ,
কোন এক বইয়ের পাতায় ,
শান্ত হয়ে পড়ে থাকবে কবিতারা।

সিদ্ধান্ত – রিপলু চৌধুরী

সিদ্ধান্ত তুমি একাই নেও
সাথে যোগ কর কিছু
অন্যদের একটু পরামর্শ
তবে ছোট না শুধু পিছু।

ভাল মন্দ নানান পরামর্শ
আসবে আকাশ ছোঁয়া গল্প
দেখবে স্বপ্নের মতো
কেউ বলবে এটা অল্প।

সেই গুলো থেকে পাবে
সঠিক সিদ্ধান্তের ফল
তবে নিজের মস্তিষ্কে
বেছে নিবে ফল।

দুঃখ সুখ যাহা পাও
তাহার মাঝে থাকে

শান্তির এক নীলাচল
যাহার স্থান তোমার বুকে।

যাহাই করো মানব জীবনে
সেই সিদ্ধান্ত যেন
সুখের হয় চিরন্তন
সেই ভাবে কর আলিঙ্গন।

বন্ধুমালা – ছাদির হুসাইন ছাদি

ছুটির দিনে বন্ধু বীনে
থাকা বড়ই দায়,
কইরে আমার বন্ধুমালা
আয়রে ছুটে আয়।

খেলতে যাবো একইসাথে
পাঁচমিশালির মাঠে,
খেলা শেষে স্নান করবো
কালনী নদীর ঘাটে।

কালনী নদীর মিঠা জলে
খেলবো সাধের লাই,
খেলার ছলে ভেসে ভেসে
আনন্দের গান গাই।

ঈগল – মোছাঃ ইশরাত জাহান

(ইভা)

মানুষের কাছে দেখিতে আমি,
শুধুই একটি পাখির সম।
তাহাদের থেকেও বিধাতা আমারে,
বানিয়েছে জ্ঞানী বিজ্ঞতম।

আমি উড়িআকাশের চূড়ায়
লক্ষ্য খানি স্থির করিয়া, পাখনা দুটি উড়ায়।

আমি খায়না সে পঁচা লাশ
যেখানা খেয়ে বেঁচে থাকে,
কুকুর, শকুন,আর দাশ।

আমি বন্ধু বানায় তারে,
পরক করে যে আমার এ
মন জিতে নিতে পারে।
কাক,চড়ুই আর কোকিলেরা তো, নস্যি আমার ধারে।

আমি পায়না ভয় সেই ঝড়ে,
যে ঝড় আমার লক্ষ্য টাকে ভেঙে দিতে তেড়ে আসে।
লড়াই আমি করতে জানি,
হতাশাকে দূর করে।
৭০ বছরের জীবন আমার,
কাটাই শুধুই,
লক্ষ্যকে স্থির করে।

সৈনিক – ড. মুহাম্মদ বেলায়েত

হুসাইন

করোনায় ভয়নাই
লড়েছে সে দিনরাত,
পণতার জীবিকার
জীবনটা যায় যাক।

অবশেষ এইদেশ
হারাল সে সৈনিক,
অসহায় রোগীতাই
কাঁদবে যে দৈনিক।